প্রথম আলো

02 NOV 2013

কওমি শিক্ষা আইন রুখতে গ্রামগঞ্জে গণসংযোগের নির্দেশ আহমদ শফীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

প্রস্তাবিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইনকে ওলামা-মাশায়েখের ঐক্য নষ্ট করতে ইসলামবিদ্বেষী শক্তির সুগভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছেন হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফী। এই ষড়যন্ত্র রুখতে জনমত তৈরির লক্ষ্যে গ্রামগঞ্জে ও পাড়া-মহল্লায় হেফাজতের নেতা-কর্মীদের গণসংযোগের নির্দেশ দেন তিনি।

আহমদ শফী গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে হেফাজতের নেতা-কর্মীদের প্রতি এ নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, দালালদের পরামর্শে ষড়যন্ত্রমূলক আইন করে সরকার কওমি মাদ্রাসার স্বতন্ত্র শিক্ষাধারা ধ্বংসের উদ্যোগ নিলে তা কখনো সফল হবে না।

হেফাজতে ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার এবং কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির নামে বিভ্রান্তি ছড়ানোর মোকাবিলায় ওলামা-মাশায়েখ, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও তৌহিদি জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে এ বিবৃতি দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'যুগে যুগে কতিপয় মুনাফিক চরিত্রের দরবারি আলেমের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকার কারণে মুসলিম জাতি প্রভূত ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। বর্তমানেও মুসলমানদের ঐক্যবিনাশী কিছু দরবারি আলেমের তৎপরতা চোখে পড়ছে। তাঁরা নানা অপব্যাখ্যা, অপপ্রচার ও অমূলক প্রশ্ন তুলে আলেমসমাজ ও তৌহিদি জনতার মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন।'

বিবৃতিতে আহমদ শফী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বক্তব্যে বর্তমান মহাজোট সরকারকে ইসলামের পক্ষের ও হেফাজতকারী হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। এটা অনেক আশাব্যঞ্জক উক্তি। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আল্লাহ, রাসুল (স.) ও কোরআনের অবমাননাসহ ইসলামবিদ্বেষীদের অপতৎপরতা তাঁর সরকারের আমলেই সবচেয়ে বেশি হয়েছে। ধর্মীয় বিধিবিধানের নানা অপব্যাখ্যাসহ ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কৃতির ওপর নগ্ন আঘাতও এই সরকারের আমলে বেশি হয়েছে।

বিবৃতিতে ১৩ দফা দাবির বাস্তবায়ন, আলেম-ওলামাদের হয়রানি বন্ধ, দায়ের করা সব 'মিথ্যা' মামলা প্রত্যাহার এবং ধর্ম অবমাননাকারীদের পক্ষ নেওয়া থেকে বিরত থেকে গণমানুষের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যও সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।